JUL 25

প্রভোস্ট অনুগত ছাত্রীদের লেলিয়ে দিয়ে পরিবেশ ঘোলাটে করেছেন

— ঢাবি ভিসি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ও শামসুন্নাহার হলে সংঘটিত ঘটনাকে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী অত্যন্ত দুঃখজনক হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, ওই হলের বিদায়ী প্রভোস্টের বিরুদ্ধে অনেক দুর্নীতি, আর্থিক অনিয়ম এবং ছাত্রীদের নির্যাতন করার অভিযোগ রয়েছে। এসব তদন্তের আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ও সহযোগিতা না করে

প্রভোস্ট : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৬

প্রভোস্ট : লেলিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনি তার অনুগত ছাত্রীদের লেলিয়ে দিয়ে হল এবং ক্যাম্পাসের পরিবেশ ঘোলাটে করেছেন। তিনি বলেন, হল ও ক্যাম্পাসে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এবং সাধারণ ছাত্রীদের ওপর নির্যাতনকারী সংশ্লিষ্ট কেউ রেহাই পাবে না। ছাত্রীদের ওপর রাতে পুলিশ হামলা করে থাকলে তাদের ব্যাপারে সরকারকে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হবে। তবে তিনি গভীর রাতে হলে পুরুষ পুলিশের প্রবেশের বিষয়টি জানেন না বলে দাবি করেছেন।

ছাত্র সংগঠনগুলোর তার পদত্যাগের দাবি সম্পর্কিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমার পদত্যাগের দাবি করার মতো এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে, পদত্যাগ করতে হবে। সে রকম কোন কারণ সৃষ্টি হলে অবশ্যই পদত্যাগ করবেন বলে তিনি জানান।

শামসুন্নাহার হলে গভীর রাতে পুলিশি হামলা, নির্যাতন ও গ্রেফতারের ঘটনার বিষয়ে উপাচার্য বলেন, আইন-শৃংখলা বাহিনীর গ্রেফতারের অনুমতি নেয়া লাগে না। তাদের একবারেই সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছাত্র বা ছাত্রীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা আছে। তিনি এ সময় বিগত দিনে বিভিন্ন হলে পুলিশি অভিযান ও ছাত্রদল নেতাদের গ্রেফতারের উদাহরণ টেনে বলেন, পুলিশ বিভিন্ন হল থেকে গত কয়েক মাসে কয়েকডজন ছাত্রদল নেতাকে গ্রেফতার করেছে আমাদের অনুমতি ছাড়াই। অনেক অভিযানের কথাই আমরা পরে জেনেছি। তিনি বলেন, কোন সন্ত্রাসী ঘটনা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটতে দেব না।

গতকাল বিকালে ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী তার বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত আমাদের আছে। ছাত্ররা সুষ্ঠু ছাত্র রাজনীতি করতে পারবে। তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে পারবে। তাই বলে সন্ত্রাস কোনভাবেই মেনে নেয়া হবে না।

ছাত্রীদের গ্রেফতারের বিষয়ে তিনি বলেন, কিছু ছাত্রী যখন সন্ত্রাসী আচরণ শুরু করে তখন তাদের পুলিশ গ্রেফতার করে। তবে আটককৃত ছাত্রীদের পুলিশ ইতিমধ্যে ছেড়ে দিয়েছে। ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপের বিষয়ে উপাচার্য বলেন, ছাত্রছাত্রীরা অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ ও সন্ত্রাসী আচরণ এবং গাড়ি ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ শুরু করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ এ ব্যবস্থা নিয়েছে। তিনি বলেন, পরিস্থিতি বাধ্য করলে গুলি করতেই পারে। তিনি এ সময় বলেন, মঙ্গলবার থেকে সংঘটিত সব ঘটনার জন্য ওই হল প্রভোস্ট দায়ী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সহকারী প্রক্টরবৃন্দ ও পুলিশ কর্মকর্তারা তার সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করেও কোন ধরনের সহযোগিতা পাননি। তার উস্কানিতেই কিছুসংখ্যক ছাত্রী সার্বিক পরিস্থিতি অবনতিতে সহায়তা করেছে। অপরদিকে তার অনিয়ম ও অন্যায়ের প্রতিবাদকারী ছাত্রীদেরকে বহিরাগত হিসাবে আখ্যায়িত করে তাদের হল থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। প্রভোস্টের অনুগত ছাত্রীরা রাত সাড়ে ৩টার দিকে এসব ছাত্রীদের কক্ষে আক্রমণ চালায় এবং তাদের মারধর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষে পুলিশ কয়েকজন ছাত্রীকে গ্রেফতার করে। এসব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আজ (গতকাল) সকালে তাকে হল প্রভোস্টের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে অধ্যাপক হাবিবা খাতুনকে নিয়োগ দেয়া হয়।